৫

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 16 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ কতোটা সুস্থ ও স্বাভাবিক ?

শহীদুল ইসলাম বাচ্চু

বছর চারেক আগের কথা। ইংরেজী বিভাগের একটি ক্লাস চলছে। যতদূর মনে পড়ে ক্লাসটি ছিল অনার্স ফাইনাল ইয়ারের। নিচ্ছিলেন এক তরুণ অধ্যাপক, বর্তমানে যিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে লেকচার দিতে গিয়ে তিনি উদাহরণ টেনে আনেন ডারউইনের বিখ্যাত বিবর্তনবাদের। দুর্ভাগ্য তরুণ অধ্যাপকের। ঐ ক্লাসেই উপস্থিত ছিল এক সক্রিয় শিবিরকর্মী–বলা বাহুল্য তারই ছাত্র এবং সন্দেহাতীতভাবে কূপমন্ডুক। ক্লাসশেষে কয়েকজন সহযোগীসহ ঐ 'বেয়াদব' শিবিরকর্মী ঘিরে ধরলো শ্রদ্ধেয় শিক্ষককে। লেকচার তার পছন্দ হয়নি, মেজাজ তখন উত্তুঙ্গ, সপ্তমে চড়া। চরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সে শাসিয়ে দিল তরুণ অধ্যাপককে — 'ভবিষ্যতে এরকম অনৈসলামিক ও আলতু-ফালতু (!) লেকচার' যেন তিনি না দেন, নির্দেশ অমান্য করলে অসুবিধা হবে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব চলবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

এটি কেবল একটি ঘটনা। এরকম অনেক উদাহরণ রয়েছে। সবচেয়ে বড় দুঃখ ও সত্য হলো — গত কয়েক বছর ধরে এটাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তবতা। ব্যক্তিগতভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত থাকার সুবাদে বহু তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ফলে উপলব্ধিও ছিল মর্মভেদী, গ্লানিকর। পাঠক ভাবতে পারেন স্বাধীনতাবিরোধী জামাত-শিবির চক্রকে দেখতে পারি না বলেই হয়তো ওদের বিরুদ্ধে এভাবে 'ইনিয়ে-বিনিয়ে' লিখছি। ঐসময়ে আমিও একই বিভাগের ছাত্র। পাশাপাশি খন্ডকালীন চাকরি করছিলাম স্থানীয় দৈনিক পূর্বকোণ-এ। ক্লাসরুমে 'ডারউইন' সংক্রান্ত ঘটনাটি শুনে দারুণ পীড়া ও বেদনা অনুভব করি। একদিন সেই মেধাবী তরুণ অধ্যাপককে তার চেম্বারে একা পেয়ে জানতে চাইলাম। পর মুহূর্তে আমার প্রিয় শিক্ষকের মুখের যে চিত্রটি দেখলাম তা সারাজীবনেও ভুলতে পারবো না। চরম বেদনাক্লিষ্ট, বিষণ্ন, বিমর্ষ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত এক করুণ অভিব্যক্তি ছড়ানো পুরো মুখমন্ডলে। অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও ঐ ঘটনা সম্পর্কে মুখ খুললেন না। এড়িয়ে গেলেন। শুধু মন্তব্য "বাচ্চু, ঐ প্রসঙ্গ থাক, অন্য বিষয়ে কথা বলো—।" আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক কিছু না বললেও ঘটনা জানতে বাকি থাকেনি। প্রত্যক্ষদর্শী ক'জন ছাত্র আমাকেজানিয়েছেডিটেইলস।

১৯৮৬ সালের ২৬শে নভেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে ক্যাম্পাসে ছাত্রনেতা হামিদের হাত কাটা অপারেশনের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপ্রবেশ ঘটে মৌলবাদী জামাত-শিবির চক্রের। সশস্ত্র দখলদারিত্বও কায়েম হয়। এর পর থেকেই যেন এক অশুভ দানবের রাজত্ব চলছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, ফ্যাকাল্টি ও হলগুলোতে।

অচিরেই নিষিদ্ধ হয় শিল্প, সংস্কৃতি, নাট্য চর্চা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভাস্বর প্রগতিশীল কর্মকান্ড, বাঙালির হাজার বছরের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের স্মারক অনুষ্ঠানমালা, জাতির বীরত্ব গাথা ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২৬শে মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বর পালন, রবীন্দ্র-নজরুল বা সুকান্তের জন্ম জয়ন্তী বা মৃত্যুবার্ষিকী। মোদ্দা কথা সুস্থ সুন্দর যাবতীয় শিল্প-সংস্কৃতি-নাট্য ও সাহিত্য চর্চার টুটি চেপে ধরে সেই ধর্মান্ধ গোষ্ঠী। এরিমধ্যে আসে নব্বইয়ের চাকসু নির্বাচন। সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ভেবে নিয়েছিল যেভাবেই হোক ওরা জিতে যাবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা চমৎকারভাবে গণেশ উল্টে দেয়। ছাত্রলীগ, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্ট অর্থাৎ শিবির ছাড়া সবক'টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গড়া সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের কাছে শোচনীয়ভাবে 'ধরা' খেয়ে হিংস্র ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে জামাত-শিবির। অতঃপর '৯০-এর ২২শে ডিসেম্বর সংঘটিত হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সবচাইতে নৃশংস, মর্মান্তিক ও দুঃখজনক ঘটনা। শিবিরকর্মীরা ঠান্ডামাথায় লাইব্রেরী ভবনের সামনের রাস্তায় হত্যা করে ছাত্রনেতা ফারুককে। ৩০জন শিক্ষক- শিক্ষিকাসহ দু'শতাধিক ছাত্রছাত্রী আহত হয়। হায়েনার দল একজন অধ্যাপিকার শাড়ি খুলে নিতে এবং দু'জন ছাত্রীকে ধর্ষণ করতেও চেষ্টা করেছিল। আজো এই গ্লানি বহন করছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। দু'বছরেও খুনীরা শাস্তি পায়নি, নির্বিঘ্নে ঢাকা-চট্টগ্রাম ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জামাত-শিবিরের অপকর্মের বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যাবে না। তবু কয়েকটি ঘটনা ও উদাহরণ টেনে আনা প্রয়োজন মনে করছি। দরকার এই জন্যে যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ছাত্রছাত্রীদের জন্য কতোটা অবাধ ও নিরাপদ, শিক্ষার পরিবেশ এখানে কতোটা সুস্থ ও স্বাভাবিক, আদৌ সুস্থ ও স্বাভাবিক কিনা ইত্যাদি সম্পর্কে জানা উচিত সকলের। আগেই বলেছি দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ মুক্ত মনের স্বাভাবিক প্রাণ প্রবাহ ও স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ এমনকি, নির্দোষ খেলাধুলা করাও এখানে পদে পদে বাধাগ্রস্ত। এক অশুভ কালো শক্তির আরোপিত শৃংখলে বন্দী। ফাইন আর্টসের অধ্যাপক মঞ্চ-টিভির সুপরিচিত মুখ, নাট্যকার কামালুদ্দীন নীলু কয়েক বছর আগে একটি নাটক মঞ্চস্থ করতে চেয়েছিলেন। জামাত-শিবিরের কড়া হুমকি ও নিষেধাজ্ঞার কারণে পারেননি। একই কারণে চাকসু'র অভিষেক ঠিকমত পালিত হয়নি। কবিতা পাঠের আসর বসাতে গিয়ে ব্যর্থ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক'জন সংস্কৃতিমনা ছাত্রছাত্রী। সাহিত্য ও সংস্কৃতিমনা এসব ছাত্র-ছাত্রীর নেতৃত্ব দিতেন সেই তরুণ অধ্যাপক। তাদেরকে নিয়ে তিনি একটি আবৃত্তি সংগঠনও গড়ে তুলেছিলেন, গোপনে তারা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা চালাতেন। তরুণ ঐ অধ্যাপক নিজেও ভাল গান গাইতে পারতেন। একজন সফল সংগঠক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন তিনি। প্রতিভাবান এই শিক্ষকের প্রগতিশীল এসব কর্মকান্ডের কারণে জামাত-শিবির চক্রের আক্রোশ তার প্রতি ছিল সবচাইতে বেশি। বিভিন্ন উপায়ে তাকেসহ অন্যান্য স্বাধীনচেতা ছাত্র-শিক্ষককে নিয়মিত হুমকি দেয়া হতো।

অপকর্মের এখানেই শেষ নয়। আরো আছে। জামাত-শিবির বাহিনী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বোরকা পরাতে চেয়েছিল। রীতিমত ঘোষণা দিয়ে বলেছিল- এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাইলে ছাত্রীদেরকে বোরকা পরে আসতে হবে। শ্রেণীকক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস কিংবা শাটল ট্রেনে ছাত্রদের পাশে ছাত্রীরা বসতে পারবে না, ক্যাম্পাসে কঠোরভাবে 'পর্দা' মেনে চলতে হবে। অবশ্য, ছাত্রছাত্রীরা এসব নিষেধাজ্ঞাকে মোটেও পাত্তা দেয়নি। তবে শিবিরের পর্দাপ্রথা সফল না হলেও অন্য কিছু বিধিনিষেধ এখনো চালু আছে। প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর কর্মকান্ড নেই বললেই চলে। ক্যাম্পাস, ছাত্রাবাস সর্বত্র শিবিরের একতরফা দাপট ও আধিপত্য। যা ইচ্ছা তাই করে যাচ্ছে শিবির চক্র। যখন তখন সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা শিবিরের নেতা-কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হচ্ছে। প্রশাসনেও চলছেখবরদারি।

সভ্যতা ও আধুনিকতার আলো থেকে দূরে, বহুদূরে এক অন্ধকার প্রাগৈতিহাসিক যুগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে যেতে চায় এই চিহ্নিত অশুভ সাম্প্রদায়িক শক্তি। একটি বিশ্ববিদ্যালয় কী এভাবে চলতে পারে? নাকি চলা উচিত? উপরের এসব ঘটনা, উদাহরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক সুস্থতার পক্ষে কতোটা ক্ষতিকারক – এটা দেখা ও বোঝার জন্য এই স্বাধীন-সার্বভৌম দেশে কোন অথরিটি কী নেই? নাকি সব দেখেও আগের মতো কিছু না দেখার দৃষ্টিভঙ্গি অক্ষুণ্ন রাখবেন 'গণতান্ত্রিক সরকারের' দাবিদার সর্বোচ্চ নির্বাহী মহল।

সামালোচকরা আপত্তি জানিয়ে বলতে পারেন, কই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় তো এখন শান্ত, নীরব, কোন সংঘর্ষ নেই, গোলমাল নেই। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে ক্ষরণ ও বিষক্রিয়া, যার কিছু উদাহরণ আগে দেয়া হয়েছে, তা কি বাইরে থেকে দেখা সম্ভব? বাহ্যত বিশ্ববিদ্যালয় শান্ত। কার্যত ভয়ংকর এক জায়গা। আবারো স্বীকার করি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এখন গোলমালহীন ও গভীরভাবে শান্ত। তবে এই শান্ত অবস্থা, এই নীরবতা শ্মশানের সঙ্গে তুল্য। কিন্তু আমার প্রশ্ন—শ্মশানে কী সংসার হয়?

সামালোচকরা আপত্তি জানিয়ে বলতে পারেন, কই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় তো এখন শান্ত, নীরব, কোন সংঘর্ষ নেই, গোলমাল নেই। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে ক্ষরণ ও বিষক্রিয়া, যার কিছু উদাহরণ আগে দেয়া হয়েছে, তা কি বাইরে থেকে দেখা সম্ভব? বাহ্যত বিশ্ববিদ্যালয় শান্ত। কার্যত ভয়ংকর এক জায়গা। আবারো স্বীকার করি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এখন গোলমালহীন ও গভীরভাবে শান্ত। তবে এই শান্ত অবস্থা, এই নীরবতা শ্মশানের সঙ্গে তুল্য। কিন্তু আমার প্রশ্ন—শ্মশানে কী সংসার হয়?